প্রথম আলো

তারিখ 19 JUL 2012
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪

কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার ও জিপিএ-৫ দুই-ই বেড়েছে

গাজীউল হক, কুমিল্লা ●

এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার বেড়েছে। বেড়েছে জিপিএ-৫-এর সংখ্যাও। বোর্ডের শীর্ষ ২০ কলেজের মধ্যে ১১টি কলেজ কুমিল্লা জেলার। সব মিলিয়ে শিক্ষা বোর্ডের সার্বিক ফলাফল নিয়ে গতকাল বুধবার সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বোর্ডের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ গোপীদাস।

শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এবার কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি পরীক্ষায় ৭৮ হাজার ৯২৮ জন পরীক্ষা দেন। এর মধ্যে পাস করেন ৫৮ হাজার ২১৯ জন। পাসের হার ৭৪ দশমিক ৬০। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছেন দুই হাজার ১৫০ জন। এবার পাসের হার বেড়েছে গতবারের তুলনায় ৫ দশমিক ৯২ ভাগ। একই সঙ্গে জিপিএ-৫-এর সংখ্যা বেড়েছে ৭৬১টি। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৬৮ দশমিক ৬৮ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন এক হাজার ৩৮৯ জন।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এ বছর বিজ্ঞানে মেয়েদের পাসের হার ৭৩ দশমিক ৫০, মানবিকে ৬৭ দশমিক ৪২ ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ৮৩ দশমিক ১১। এ ছাড়া মানবিকে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় ৪৪টি, ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ৬২টি জিপিএ-৫ বেশি পেয়েছেন। শুধু বিজ্ঞানে ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় ১৭৮টি জিপিএ-৫ বেশি পেয়েছেন।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের শীর্ষ ২০ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১১টিই কুমিল্লা জেলার। গত বছর এ জেলা থেকে আটটি কলেজ শীর্ষস্থানে ছিল। কুমিল্লা সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, 'নামকরা কলেজগুলোই শীর্ষস্থানে রয়েছে। জেলার অন্য কলেজগুলোকে ভালো ফল করতে হলে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। পাঠদানের কৌশল বদলাতে হবে। দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।'

এ বছর বোর্ড থেকে ২৯৫টি কলেজ এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ছয়টি কলেজের সব পরীক্ষার্থী পাস করেছে। ২০১১ সালে এ বোর্ড থেকে সাতটি, ২০১০ সালে পাঁচটি, ২০০৯ সালে তিনটি, ২০০৮ সালে চারটি কলেজ থেকে শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেন। সাত বছরে জিপিএ-৫ প্রায় পাঁচগুণ বেড়েছে। এবারই এ বোর্ড থেকে এইচএসসিতে সর্বোচ্চসংখ্যক পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছেন। এবার দুই হাজার ১৫০ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন। ২০১১ সালে এক হাজার ৩৮৯ জন, ২০১০ সালে এক হাজার ১৬৮, ২০০৯ সালে ৬০১, ২০০৮ সালে ৯৫৭ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ গোপীদাস বলেন, 'নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা হলে ওরা আরও ভালো করত। তার পরও শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সচেতনতা আর ব্যবস্থাপনা কমিটির শিক্ষাবান্ধব উদ্যোগের কারণে পাসের হার ও জিপিএ-৫ বেড়েছে।'